সুনীলমাধব সেনকে লেখা পত্র

(প্রকৃতির প্রতি অসীম আকর্ষণ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সুনীলমাধব সেনকে টেনে নিয়ে যায় বিভূতিভূষণের কাছে। যাঁর লেখা পড়ে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ, তাঁর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে বহুদিনের। একদিন কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় বই কিনতে গিয়ে হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে দুজনে দুজনের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। নিজের আঁকা ছবি একদিন বিভূতিভূষণকে দেখাতে গিয়ে সুনীলমাধব বলেন, একটি বড় পাথরের মাতৃমূর্তি দেখে তাঁর এই ছবি দুটির জন্ম'কেশবিন্যাস' ও 'সন্তানকোলে জননী'। বিভূতিভূষণ বলেন, 'প্রেরণার উৎস কখন কার কি ভাবে আসে বলা যায় না। সামান্য তুচ্ছ ঘটনা থেকেও বৃহৎ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বারাকপুরে আমার বাড়ির রোয়াকের পাশে সেই পুরনো নারকেল গাছটাকে মনে পড়ে। ঐ সামান্য গাছটা আমাকে এক সময়ে লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে।

পত্রগুলির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক প্রশান্ত দাঁর কাছে। উনিই প্রথম সন্ধান দেন এই পত্রগুলির।—নির্বাহী সম্পাদক

(পত্র-১)

বারাকপুর

গোপালনগর পোষ্ট

১৫ই আশ্বিন ১৩৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ আমাদের লেখনী তখনই সার্থক যখন তা পাঠককে আনন্দ দিতে সমর্থ। একটি মহিলা কবি সেদিন আমার জন্মতিথি উপলক্ষে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন, সেটি এখানে লিখি—

আজি হতে বহুদূর শতবর্ষ পরে
আমিও বলিতে চাই রবীন্দ্রের ভাষে :
হয়তো নির্জনে কোনো একাকিনী বালা
তোমার কাহিনী বক্ষে ধরিবে আদরে;
হয়তো হরিণনেত্রে একবিন্দু জল
শিল্পীর চরম প্রাপ্তি, করিবে উজ্জ্বল।
ইতিহাসে লেখা থাক ভাষাতত্ত্বে দান
স্রষ্টা তুমি লহ প্রতি শ্রদ্ধার প্রণাম।

আমার আনন্দ শুধু এখানে যে আমি আপনাদের জীবনের একমুহূর্ত সময়ও রূঢ় বাস্তবকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছি। আমার অহংকারও এখানে, আনন্দও এখানে। আমি ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যার লুপ এক্সপ্রেসে ভাগলপুরে যাচ্ছি, ওখানে কলেজের সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করতে। আপনি যে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনার গৃহে, সেজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কিন্তু পুজোর ছুটিতে আমি ঘাটশিলা যাচ্ছি। সেখানে আমার একটা ক্ষুদ্র গৃহ আছে, আমার ছোট ভাই ধলভূমগড় হাসপাতালের ডাক্তার। তার পরিবারবর্গ ঘাটশিলার বাড়িতে থাকে। পুজোর

পর আমি নিশ্চয়ই একদিন আপনার ওখানে যাব। আপনি কি রকম ছবি আঁকেন, প্রচ্ছদপটের ছবি আঁকতে পারবেন? আমার একটা ভালো ছবি দরকার 'দেবযান'-এর নতুন সংস্করণের প্রচ্ছদপটের জন্যে। অবিশ্যি এজন্যে প্রচ্ছদপটের দক্ষিণা দেবে ভালোই। আপনি 'দেবযান' পড়েছেন? না পড়ে থাকলে কি কোনো লাইব্রেরি থেকে পড়ে নেবেন? 'দেবযান' সম্বন্ধেও নানাস্থান থেকে বহু চিঠি পেয়েছি।

ওখানা পড়ে এর Central idea-টি অবলম্বন করে গড়ে উঠবে প্রচ্ছদপটের ছবিটি, বুঝলেন? আমি Cleopatra-র বর্ণনা কোথায় করেছি, যা দেখে আপনি ছবি এঁকেছেন? বুঝলাম না। ছবিখানা দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ৬-৩০ মিনিটের সময় লুপ এক্সপ্রেসে আপনি কি দেখা করতে পারবেন?আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় থাকবো। ৮ নং প্ল্যাটফর্ম। যদি এখন সুবিধে না নয়, থাকগে, ফিরে এসে আপনার বাড়িতে যাবো পুজোর ছুটির পর। আমার ঘাটশিলার ঠিকানা:

Dr. N. B. Banerjee (আমার ছোট ভাই)

Gouri Kunja, Ghatsila, B. N. Rly.

বিজয়া দশমী পর্যন্ত থাকবো ওখানে। একদশীর দিন ওখান থেকে বেরিয়ে পশ্চিমভ্রমণে বার হবো। চিঠি দশমীর মধ্যেই ঘাটশিলার ঠিকানায় দেবেন। নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-২)

20.11.45

Gopalnagar, P.O.

Gopalnagar High School

Dist. Jessore

প্রীতিভাজনেষু

সুনীলমাধববাবু,

ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে সস্ত্রীক কাশী, আগ্রা, মথুরা, দিল্লি, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমোনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরি ও লক্ষ্ণৌ হয়ে কালীপুজোর দিন আবার ঘাটশিলা যাই এবং সেখানে গিয়ে আপনার দু'খানা পত্রই পাই। আমার সব পত্র ঘাটশিলার বাড়িতে জমা হয়েছিল। আপনার চিঠির উত্তর আরো আগে দিতে না পেরে আমি লজ্জিত। সম্প্রতি দু'তিন দিন দেশে ফিরেছি।'দেবযান' সম্বন্ধে আপনার পত্রের মূল্য খুব বেশি, এই কথাটা আপনাকে লেখবার জন্যে আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।...

আগামী ২৩শে নভেম্বর শনিবার রাত ৮।। টার সময় রানাঘাট লোকালে আমি কলকাতায় যাবো। কারণ পরের দিন একটা কাজ আছে। যদি সম্ভব হয় আপনাদের বাড়িতে যাব। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই না। গাড়ি ঠিক সময়ে পৌঁছলে রাত ন'টার সময় আপনাদের বাড়ি পৌঁছতে পারি।

বিজয়ার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন।

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-৩)

প্রীতিভাজনেষু,

সুনীলমাধববাবু,

অনেকদিন সংবাদ পাইনি, সেজন্য উদ্বিগ্ন আছি। বিশেষ করে সময় খারাপ যাচ্ছে সেই জন্যে। প্রায়ই কলকাতায় যাই, সময়ের অভাব থাকায় আপনাদের ওদিকে যেতে পারি না। আমি ১লা ফেব্রুয়ারি পাটনা কলেজে সাহিত্য-সভা উপলক্ষে যাচ্ছি। যদি পারি সেখান থেকে ফিরবার পথে দেখা করবার চেষ্টা করবো।

বাড়িতে আমাদের জঙ্গলের সমারোহ খুব। রোজ রাত্রে বাঘ ডাকে পেছনের মাঠে। বেশ অরণ্য-জীবন ভোগ করছি। গত বড়দিনের ছুটিতে ১২/১৩ দিন সিংভূমের সারান্ডা forest-এ বেড়াতে গিয়ে প্রায় ৩০০/৪০০ মাইল বনাঞ্চল মোটরে বেরিয়ে নানা সুন্দর দৃশ্য দেখেছি। সাক্ষাৎ হলে গল্প করবো, ইচ্ছে রইল। ডা. অমিয় চক্রবর্তীর বাড়িতে একদিন বনভ্রমণের গল্প করছিলাম একটি চা-চক্রে আপ্যায়িত হয়ে দিন ১৫ আগে। তারপরই তিনি নোয়াখালি চলে গেলেন। বৌঠাকরুনকে নমস্কার জানাবেন। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনি সত্যিকার আর্টিস্ট মানুষ, তাই মন বড় টানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। কিন্তু সময়ের অভাব, এদিকে বাড়িতে কেউ নেই, আমার স্ত্রী বাপের বাড়ি। একাই আছি, শীতের ছোটবেলা বড়দিন সত্ত্বেও আশানুরূপ দীর্ঘতর হয়নি। মুস্কিলেই কালযাপন করছি জানবেন।

ইতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-৪)

রাজগীর

প্রীতিভাজনেষু

সুনীলমাধববাবু,

এখানে এসে বড় আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধদেবের পাদপূত শোনভাণ্ডার গুহাতে এখনো অতীতের পবিত্র মহিমার স্পর্শ পাওয়া যায়। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে আছেন। আপনি ও বৌঠাকরুণ আমাদের উভয়ের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার মতো আর্টিস্টের উচিত এমন সুন্দর স্থানে আসা। বহু সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে পদচারণ করতে করতে ভারতের বিস্মৃত অতীত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সামনের সপ্তাহে দেশে ফিরবো। তখন আসুন একদিন আমার ওখানে, বড়খুশি হবো। ঠিক সময়ে চিঠি দিতে পারিনি বলে আমার ওপর যেন বিরক্ত হবেন না। আশা করি আপনারা ভালো আছেন।

কুশলদানে সুখী করবেন।

ইতি

প্রীতিবদ্ধ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-৫)

বারাকপুর

১.২.৪৬

প্রীতিভাজনেষু,

সুনীলমাধববাবু,

ত্রুটি আপনার নয় ত্রুটি আমার। আপনাদের সাদর আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া পর্যন্ত একখানিও পত্র দিতে পারি নাই। তাঁহার কারণ মাঝে আমার স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন, অনেকদিন ভুগিবার পরে আমার ছোটভাই আসিয়া তাঁহাকে ঘাটশিলার বাড়িতে লইয়া গিয়াছে। আমি সরস্বতী পূজার ছুটিতে তাঁহাকে আনিতে যাইব। তারপরের সপ্তাহে পূর্ণবসন্তের দিনে আপনি আমার কুটিরে শুভাগমন করিলে আমরা উভয়েই পরম আহ্লাদিত হইব। তিনি আসিলেই আমি পুনরায় পত্র দিব। আপনি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিবেন।

আপনি শিল্পী ও সাধক ব্যক্তি। আপনার ছবি দুইখানি পরম সাদরে গৃহীত হইবে ও আমার গৃহের শোভা ও মূল্য বর্দ্ধন করিবে।

ইতি

গুণমুগ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-৬)

বারাকপুর

১৮.৬.৪৬

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পেয়ে কত যে খুশি হয়েছি তা আর কি বলবো। রাজগীর থেকে যে পত্র দিয়েছিলুম, তার উত্তর পাইনি তো? বা আর কোনো চিঠি পাইনি, আজকার এই চিঠিখানা ছাড়া। আমার এখানে একদিন আসুন না। কষ্ট হবে জানি, তবে আপনি আর্টিস্ট মানুষ তাই ভরসা করছি। রবিবারে আসবেন? সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে সুরমা মেল ছাড়ছে, ওতে রাণাঘাট এসে ১০-২০তে গোপালনগর স্টেশনে আসবেন। সেখান থেকে ২ মাইল। ১ মাইল পাকা ১ মাইল কাঁচা। বাথরুম নেই, নদীতে নাইতে হবে। যদি থাকেন খুব ভালো, নয়তো বেলা ৪টার সময় ফিরবার ট্রেন আছে, সকাল ৯-৩০-এর মধ্যে কলকাতা পৌঁছবেন। আমি ২৯শে জুন শনিবার বেলা ১১টার সময় সজনী দাসের শনিবারের চিঠি অফিসে উপস্থিত থাকবো।

সজনীর বাড়ি আহার করে সাতক্ষীরা রবীন্দ্র-স্মৃতিসভায় যোগ দিতে রওনা হবো দুজনেই। সজনী সভাপতি, আমি প্রধান অতিথি। ওখানেও আসতে পারেন। আপনার স্টুডিও দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছে। এতদিন চিঠি দিলে একদিন নিশ্চয়ই যেতাম। আমি গিয়েছিলাম কুচবিহার ও জয়ন্তীতে। কাগজে দেখে থাকবেন বোধ হয়। সেখান থেকে এসে ব্যারাকপুরে শ্বশুরালয়ে (কলকাতার কাছে) ছিলাম দিন-কয়েক। আমার এক শ্যালিকার বিবাহ উপলক্ষে। আমার জন্যে যে ছবি এঁকেছেন তা দেখলে অত্যন্ত খুশি হবো। আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ এজন্যে। বৌঠাকরুণকে নমস্কার দেবেন। আপনি প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

এখানকার সব কুশল।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-৭)

Ranaghat

28.6.46

প্রীতিভাজনেষু,

আজ কাটোয়া সাহিত্য সম্মেলনে রওনা হইতে হইল। রবিবার সন্ধ্যায় সভা করিয়া কাটোয়া হইতে রওনা হইব। সুতরাং এ রবিবার এখানে আসিলে হয়তো আপনাদের অসুবিধা হইতে পারে। সেদিন আপনার আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

ছবি দুখানির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার স্ত্রী ছবি দুখানি দেখিয়া অত্যন্ত খুশি। বৌঠাকরুণকে নমস্কার জানাবেন। আপনারা আসিবেন শুনিয়া আমার স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমি কখন কোথায় থাকি, কিছু ঠিক থাকে না। এ শনিবারে কোনো Engagement ছিল না বলিয়াই জানিবেন।

প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-৮)

বারাকপুর

৩/৭/৪৬

প্রিয়বরেষু,

ফিরে এসে আপনার পত্র পেলুম। চলে আসুন সামনের রবিবার সকালের ট্রেনে। আশা করি সব কুশল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পত্র-৯)

বারাকপুর

বৃহস্পতিবার

প্রীতিভাজনেষু,

আগামী শনিবার আমার বারাকপুর যাওয়া হলো না। পরের শনিবার যদি যাই তবে জানাবো। আপনি ও বৌঠাকরুণ রবিবার সকালে আসবেন। আমি আপনাকে জানাবো।

প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—আমার রোয়াকের পাশে যে নারিকেল গাছটা দেখেছেন, ওর গায়ে একটা তিৎপল্লার নধর, সুকুমার লতা উঠে নারিকেল গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে প্রায়। বর্ষাসতেজ, প্রাণের রসে পুষ্ট এই তেজালো, লাবণ্যময় লতাটি

কি অপূর্ব আনন্দেই আমার মনকে ভরিয়ে দেয় রোজ রোজ। দেখতে ছোট, কিন্তু ওই শিল্পকে সৃষ্টি করতে ভগবানকে কি বিপুল আয়োজন করতে হয়েছে। ৯ কোটি মাইল দূরে সূর্যকে বসাতে হয়েছে আকাশে। আরো কত কি করতে হয়েছে। কত বড় মহাশিল্পীর প্রতিভার অবদান ওই নগণ্য (?) তিৎপল্লা লতাটি, তাই মুগ্ধ হয়ে ভাবি ওদিকে চেয়ে চেয়ে। কি সুন্দর, কি সুকোমল, অথচ কি বিরাট!

অথচ এ শিল্পকে চেনা যায় না। কেউ চোখ দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে না। আমার এখানে একদিন এসে দেখে যেতেন যদি তুচ্ছ নগণ্য তিৎপল্লার বন্য লতাটি।

(পত্র-১০)

বারাকপুর

সোমবার ২৯শে জুলাই ১৯৪৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রে আপনাদের কুশল সংবাদ পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। মাঝে মাঝে এইরকম পত্র দিয়া আনন্দ দান করিলে সুখী হইব। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। কেননা আপনি শিল্পী ও সৌন্দর্য বিষয়ে আপনি যে আগ্রহপূর্ণ গল্পগুলি আমার নিকট করিয়াছিলেন, সে গল্পগুলির মধ্যে একটি শিল্পীমনের আত্মপ্রকাশ দেখিয়া মনে হইয়াছিল আপনি ও—ক্ষেত্রে আমার সগোত্র। মনের সঙ্গীই আসল সঙ্গী কিনা। বর্ষাকালে আমাদের গ্রামে বনভূমিতে কত তেলাকুচো লতা, মাকাল লতা, তিৎপল্লা লতা, বনকলমী লতা, কত কি ফুল, কত গাছপালা। সেই মহাশিল্পীর হাতের চিহ্ন এদের মধ্যে এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে সর্বদাই-এ বনভূমিতে তাঁর উপস্থিতি যেন দেখতে পাই।

এ বনতলে সর্বদাই তাঁর আসন পাতা। শুধু বন কেন, বনের উপরকার সুনীল আকাশে তাঁর আসন, গ্রহ-নক্ষত্রে তাঁর আসন, দিক-দিগন্তে সে বিরাটের আসন পাতা। যে শিল্পী হইবে, সে আগে এই মহাশিল্পীর অদৃশ্য আবির্ভাবের আনন্দকে অন্তর দিয়া অনুভব করিবে।

শিল্পীর মনে প্রেরণা আসিবার ইহাই উৎসমুখ। আপনার গল্প বলা সুন্দর হইয়াছে। তবে আমি সামান্য লোক, আমার কথা বলিবার মতো নহে। কলিকাতায় অনেকদিন যাই নাই। মধ্যে ‘মেঘমল্লার’ রেডিওতে তিমিরবরণ-কর্তৃক সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হইল, তখন গিয়াছিলাম। ২২শে তারিখে আমার একটি রেডিও বক্তৃতা ছিল, সেদিন গিয়াছিলাম।

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়